দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 17 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ... ৮ ...

201

দাবি আদায় না হলে এসএসসি পরীক্ষা বর্জন

সোমবার থেকে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারী ধর্মঘট

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগামীকাল সোমবার থেকে দেশের বেসরকারী হাইস্কুল ও কলেজে শিক্ষক-কর্মচারীদের অবিরাম ধর্মঘট শুরু হচ্ছে। ফলে আগামী ২রা মে থেকে চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি গত ১২ই এপ্রিল ঢাকায় এক সমাবেশে তাদের দাবি আদায় না হলে এসএসসি পরীক্ষা বর্জন করা হবে বলে ঘোষণা করেছে।

সরকারী বেতন স্কেলের অনুরূপ বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ বেতন স্কেল প্রদান, কল্যাণ ট্রাস্ট পুনর্গঠনসহ বেসরকারী শিক্ষকদের দাবির ব্যাপারে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে লিয়াজোঁ কমিটি অবিরাম ধর্মঘট ও পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচী নিয়েছে।

গতকাল শনিবার লিয়াজোঁ কমিটির এক জরুরী সভায় গত ১২ই এপ্রিল ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী অবিরাম ধর্মঘট এবং আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচী পালন করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। সভায় এক প্রস্তাবে বলা হয়, এসএসসি পরীক্ষা বর্জনের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে। কারণ সরকার এর আগে গত বছর বেসরকারী শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া নিরসনে শিক্ষা সচিবকে প্রধান করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে। কমিটি ১৫ দফা সুপারিশও পেশ করেছিল। কিন্তু ঐ কমিটির সুপারিশ

শিক্ষক : পৃঃ ১২ কঃ ৭

শিক্ষক ঃ সোমবার থেকে ধর্মঘট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি। কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক ডঃ ম আখতা-রুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় কমিটির সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যক্ষ এ কে এম জহিরুল ইসলাম, অধ্যাপক আবদুর রব মিয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এদিকে জানা গেছে, বেসরকারী শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে সরকার শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু লিয়াজোঁ কমিটি আন্দোলনরত সমিতিসমূহ ছাড়া অন্য কোন সমিতিকে সঙ্গে নিয়ে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেছে। গতকাল শনিবারও লিয়াজোঁ কমিটির নেতৃবৃন্দকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আলোচনার জন্য ডাকা হয়। একই সঙ্গে ডাকা হয় আন্দোলন করছে না এমন একটি সংগঠনকে। ফলে লিয়াজোঁ কমিটি আলোচনা সভায় যায়নি। এ ব্যাপারে লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ 'সংবাদ'কে জানান, 'শিক্ষামন্ত্রীর পকেট সংগঠন'টি আলোচনা সভায় গিয়ে শিক্ষকদের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবে। তাছাড়া ঐ সংগঠনটি যেহেতু আন্দোলন করছে না তাই তাদেরকে ডাকার প্রয়োজন নেই। আজ রোববার শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক সংগঠন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছেন। তবে লিয়াজোঁ কমিটিকে এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নি। লিয়াজোঁ কমিটির নেতৃবৃন্দ আজকের সভায় যাবেন না বলে জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ আন্দোলনরত শিক্ষকদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রীর পকেট সংগঠনটি আলোচনা সভায় যাবে। সেখানে সরকারের সঙ্গে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের 'সমঝোতার' ঘোষণা রেডিও-টিভিতে দিয়ে শিক্ষকদের বিভ্রান্ত করা হবে।